16 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

প্রথম আলো

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম

ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শনে (বাঁ থেকে) উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার

ভর্তি পরীক্ষার অর্থ ভাগাভাগি

আয়ের ৩০% তহবিলে জমার কথা থাকলেও দেওয়া হয়েছে ২০%। ৫০ লাখ টাকা উপাচার্যসহ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নামে থোক বরাদ্দ

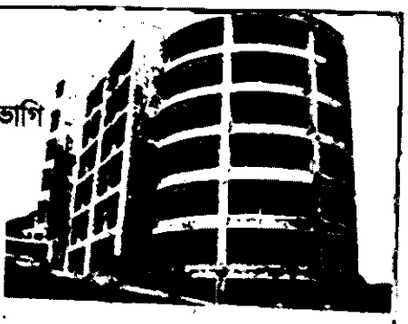

উপাচার্যের জন্য দামি গাড়ি

উপাচার্য এক কোটি ১২ লাখ টাকায় দুটি গাড়ি কিনেছেন। একটি ব্যবহার করছেন কোষাধ্যক্ষ

একাডেমিক ভবন নির্মাণে গতি নেই

ছাত্রী হল ও একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজে গতি নেই। শিক্ষকদের আবাসন ভবন তৈরি ও মাইক্রোবাস কেনা হচ্ছে

“এখানে যা কিছু নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে করেছি। সিন্ডিকেটসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই এসব করা হয়েছে

মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

“উপাচার্যরা ১৫ থেকে ২৫ লাখ টাকা দামের সিডান গাড়ি ব্যবহার করবেন। বাইরের উপাচার্যদের যেহেতু ঢাকায় আসতে হয়, তাই তাঁরা ইউজিসির অনুমতি নিয়ে পাজেরো কিনতে পারেন

এ কে আজাদ চৌধুরী, ইউজিসির চেয়ারম্যান

উপাচার্যের গাড়িবিলাস, অর্থকাণ্ড

ইফতেখার মাহমুদ ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক কোটি ১২ লাখ টাকায় দুটি পাজেরো গাড়ি কিনেছেন। একটি গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন তিনি। আর রেজিস্ট্রার নিয়মানুযায়ী সার্বক্ষণিক গাড়ি পান না। তবু তিনি সাবেক উপাচার্যের গাড়িটি ব্যবহার করছেন।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৫১ কোটি টাকার তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ম মানছেন না তাঁরা। ওই তহবিলের ৭৫ শতাংশ সরকারি ব্যাংকে রাখার নিয়ম থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাত্র ১০ শতাংশ টাকা সরকারি ব্যাংকে জমা রেখেছে। বাকি টাকা বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বাবদ আয় থেকে থোক বরাদ্দ হিসেবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার, ডিনসহ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা পারিশ্রমিক হিসেবে নিচ্ছেন। এর বাইরে ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য উপাচার্য দৈনিক নিচ্ছেন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। পদমর্যাদা অনুযায়ী, অন্য শিক্ষকেরা তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন।

এদিকে সরকারের বরাদ্দ দেওয়া ১০০ কোটি টাকার বড় অংশ দিয়ে ছাত্রী হল ও একাডেমিক ভবন নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু এ কাজে অগ্রগতি নেই। ওই প্রকল্পের টাকায় শিক্ষকদের আবাসন ভবন ও মাইক্রোবাস কেনার কাজ বেশ এগিয়েছে। শিক্ষকদের গবেষণা তহবিলেও বরাদ্দ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ছাত্রী হল নির্মাণের স্থানই চূড়ান্ত হয়নি। একাডেমিক ভবন নির্মাণের টেন্ডার-প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। প্রভাবশালীদের দখলে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি আবাসিক হল এখন পর্যন্ত দখলমুক্ত হয়নি।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকার স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা ১৫ থেকে ২৫ লাখ টাকা দামের সিডান গাড়ি ব্যবহার করবেন। ঢাকার বাইরের উপাচার্যদের যেহেতু ঢাকায় আসতে হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁরা ইউজিসির অনুমতি নিয়ে পাজেরো কিনতে পারেন।

আজাদ চৌধুরী জানান, ইউজিসি নিয়ম করে দিয়েছে, ভর্তি পরীক্ষার আয় থেকে ৩০-৪০ শতাংশ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিলে জমা দিয়ে বাকি টাকায় ভর্তির খরচ নির্বাহ করতে হবে। কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের ভর্তি পরীক্ষার আয়ের ২০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিয়ে সেখান থেকে ভর্তি পরীক্ষার খরচ নির্বাহ করছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা দামের একটি নিশান গাড়ি ব্যবহার করেন। ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য থোক বরাদ্দ তো দূরের কথা, দৈনিক দায়িত্ব পালনের জন্য আলাদা কোনো অর্থ নেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩